PRIYA KABITA AMAR
An anthology of Criticism on Modern Bengali Poem, Edited by Ritu Sarkar & Adari Saha, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-700009, January, 2021 ₹ 200.00

© সম্পাদকদ্বয়

সামসি কলেজের বাঙলা বিভাগীয় প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীর একটি বিশেষ উদ্যোগ

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
১ জানুয়ারি, ২০২১

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্টমাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
স্টার লাইন
কলকাতা : ৭০০ ০০৬

ISBN 978-93-86508-96-6

মূল্য : দুশো টাকা

Scanned with OKEN Scanner

সূচিপত্র

বঙ্গভাষা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৯	সরিফুল ইসলাম
মা : দেবেন্দ্রনাথ সেন	২৩	ঋতু সরকার
হে মরণ ধন্য তুমি : অক্ষয়কুমার বড়াল	২৫	মনোজ ভোজ
এবার ফিরাও মোরে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭	রঞ্জিত সরকার
সখার প্রতি : স্বামী বিবেকানন্দ	৩০	চৈতালী মণ্ডল
আমার ঈশ্বর : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	৩২	দীপঙ্কর রক্ষিত
মির্তিল্লার গান : শ্রীঅরবিন্দ	৩৫	নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী
চম্পা : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৩৯	কঙ্কণ দত্ত
পথের দাবী : কুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪১	দৌবারিক গোস্বামী
একুশে আইন : সুকুমার রায়	৪৪	আদরি সাহা
কচি ডাব : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৪৬	গৌতম দাস
পয়ার : মোহিতলাল মজুমদার	৫৫	মাবুদ আকতার
অভিশাপ : কাজী নজরুল ইসলাম	৫৭	ইস্তাজুল হক
কার্তিক ভোরে : ১৩৪০ : জীবনানন্দ দাশ	৫৯	প্রকাশ মাইতি
সংগতি : অমিয় চক্রবর্তী	৬২	প্রিয়ব্রত দত্ত
উটপাখী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	৬৫	রোকেয়া পারভীন
বন্দীর বন্দনা : বুদ্ধদেব বসু	৭০	প্রীতিলতা ঝা
'টপ্পা-ঠুংরি' : বিষ্ণু দে	৭৩	দীপাঞ্জনা শর্মা
মহুয়ার দেশ : সমর সেন	৭৯	ইমন ভট্টাচার্য
ফুল ফুটুক না ফুটুক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৮৪	আকবর হোসেন
জননী জন্মভূমিশ্চ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮৮	প্রীতিলতা ঝা
উলঙ্গ রাজা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৯২	নিবাস হালদার
প্রিয়তমাসু : সুকান্ত ভট্টাচার্য	৯৫	মমতা দাস
ঋষি ব্রহ্মার গৃহ-সূক্ত : গৌরী ধর্মপাল	৯৮	মৃণালচন্দ্র দাস
সেই গল্পটা : পূর্ণেন্দু পত্রী	১০২	শ্রীময়ী ঘোষ
বাবরের প্রার্থনা : শঙ্খ ঘোষ	১০৫	আবিরা সেনগুপ্ত
যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো : শক্তি চট্টোপাধ্যায়	১১৪	শম্পা পাল
শুধু কবিতার জন্য : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১১৮	মনোজ ওরাওঁ
বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	১২০	সুমন ভট্টাচার্য
ভালোবাসা দিতে পারি : বিনয় মজুমদার	১২৪	আদরি সাহা
কাঠের চেয়ার : অমিতাভ দাশগুপ্ত	১২৬	মনোজ ভোজ

Scanned with OKEN Scanner

রাধিকা সংবাদ : কৃষ্ণা বসু	১২৯	পূর্বা সরকার
ব্রহ্মস্পর্শ : প্রলয় চৌধুরী	১৩২	আদরি সাহা
নুন : জয় গোস্বামী	১৩৪	মাবুদ আকতার
ক্রন্দনরতা জননীর পাশে : মৃদুল দাশগুপ্ত	১৩৬	সরিফুল ইসলাম
মিলিদি : ব্রত চক্রবর্তী	১৩৯	মনোজ ভোজ
আত্মপরিচয় : প্রবীর ঘোষ রায়	১৪২	সদানন্দ বেরা
পরিশিষ্ট	১৪৫	
লেখক পরিচিতি	১৯৯	

Scanned with OKEN Scanner

কাঠের চেয়ার □ অমিতাভ দাশগুপ্ত

মনোজ ভোজ

তিনি স্বীকার করেছিলেন, 'তবে একথা কবুল করতেই হয়, পথে-বিপথে সব কিছুতে ছিল তাঁর সমান টান।'[১] তাই ছুটে গিয়েছিলেন বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে। কবিতা পড়েছিলেন বেশ কয়েকটি। তার মধ্যে বিশেষভাবে মনে আছে 'কাঠের চেয়ার'। সদ্য তরুণের প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার স্বপ্নে এ যেন দারুণ ইন্ধন। রাজনীতির ধ্বজাধারী, দাদাগিরির চূড়ান্ত শিখরে বসে আমাদের যারা নির্দেশ দেন কী বলতে হবে, কীভাবে কার বিরুদ্ধে বলতে হবে, যাদের কথায় আমরা শত্রু-মিত্র চিনি তাদের মুখোশ গেল খুলে। বুঝলাম তারা কাঠ হয়ে গেছে। অথচ ইতিহাস তো অন্য কথা বলেছে। সেই কবেকার সংগ্রামী ইতিহাস। মনে পড়ে—

যে-হাত একদিন সমুদ্র শাসন করত,
তা এখন চেয়ারের দুই ভারী হাতল।
যার দুই উরুতে একদিন
টগবগ করত একজোড়া বাদামী ঘোড়া
আজ আর ডান পা কেটে নিলে
বাঁ পা জানতে পারে না।

এ কোন ব্যক্তির, দলের নাকি সংস্থার ইতিবৃত্ত! অমিতাভ দাশগুপ্তের কণ্ঠে তাঁর 'কাঠের চেয়ারে' শুনে নানা প্রশ্ন উঠে আসছিল মাথায়। সন্ধ্যাবেলার কবি সম্মেলন, রাতটা কোনো স্কুলের ঘরেই কাটিয়েছিলাম। চারণকবি বৈদ্যনাথ আর অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিতা ছিল সেই রাতের আমার কবি বন্ধুদের আলোচ্য বিষয়। ছিলেন সচ্চিদানন্দ হালদার ও অগ্নিবর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুঝলাম কেবল একজনেরই নয়, অন্যান্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে কবিতাটির ভাবনা। কথায় কথায় উঠে এল, সব বিষয়েই কোনো-না-কোনো প্রতিষ্ঠান আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, খর্ব করে ভিতরের মানুষটিকে। আসলে নিজেকেই ঠেলে দিই জড়ত্বের দিকে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান চালু করবার চেষ্টা করে সাহিত্যের মাপকাঠি। বিজ্ঞাপনের জোরে হঠাৎ কবিতা গল্প উপন্যাস প্রকাশ করে পুরস্কার দিয়ে মহান লেখক বানিয়ে চালিয়ে যায় তার ব্যবসা। কথাগুলি উঠে আসছিল কবি বন্ধুদের থেকে, কবিতাটির সূত্রে। এও এক ধরনের রাজনীতি, এও এক ধরনের ব্যবসা। ব্যবসায়ীকেই রাজনীতি করতে হয়, রাজনীতিবিদ ব্যবসা করেন। আর তখনই 'কুরকুর....কুরকুর/ ঘুণপোকা ঘুরতে থাকে তার আশিরনখর'।

ব্যবসায়িক রাজনীতি বা রাজনীতির ব্যবসায় যে লাভালাভের দিকটা থাকে তা আমাদের লোভী করে তোলে। কবি আদ্যোপান্ত রাজনীতির মানুষ। তাঁর রাজনীতি পদের জন্য বা চেয়ারের জন্য নয়, তাঁর সংগ্রাম আলমবাজারের চটকল মজদুর থেকে শুরু করে

Scanned with OKEN Scanner

মিলিদি □ ব্রত চক্রবর্তী

মনোজ ভোজ

'আগুনের মাঝখানে' দাঁড়িয়ে যে কবির উচ্চারণ ঋদ্ধ হয়ে ওঠে, 'হাঙরের দিন করাতের রাত' যাকে নিয়ত অতিক্রম ক'রে যেতে হয় তার কাছে ভ্রষ্ট সময়ের গানই মুখ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু কখনোই নষ্ট সময়কে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণে দেখেন না সেই কবি। ব্রত চক্রবর্তীর কবিতাগুলিতে ভ্রষ্ট সময়ের জীবনবেদনা। তিনি খুঁজে চলেছেন এমন একজন মানুষকে 'যে তার মানুষ বাঁচাতে পেরেছে।' সেই মানুষই কি আগুন শেখায় কাউকে?' 'এরা কারা?' কবিতায় একটি ছোট্ট ছবি তুলে ধরেন— হয়তো সেদিন শৈলেন দাস এমনই গেয়ে উঠেছিলেন 'এখনও গেল না আঁধার ... 'সেই গানের অনুষ্ঠান সত্য হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শৈলেন দাসের জীবনে। ব্রত চক্রবর্তীর কবিতায় এইসব টুকরো ছবি কবিতা হয়ে ওঠে। কিন্তু কখনোই সাধারণ মানুষের মতো শৈলেন দাস হত্যায় তিনি রাগও করেন না, কাঁদেন না, শিল্পীসুলভ মহিমায় শৈলেন দাসের গাওয়া সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে উঠতে চান তিনি। আসলে 'পঞ্চায়েত এম এল এ দিয়ে ফোলানো সমাজ'-এ এটাই স্বাভাবিক। এখানে 'কেউ ফুল ফোটালেই বাগিচায় হামলা হয়ে যায়।' শুধু তাই নয় আজকের পৃথিবী 'সন্ত্রাসের পৃথিবী'। তাই প্রতিটি সময় 'সন্ত্রস্ত থাকাই রীতি ইদানীং। সন্ত্রাস নিয়ে ব্রত চক্রবর্তী লিখে ফেলেন একটা গোটা কবিতাই— 'হাড়োয়ায় চা-দোকানে সন্ত্রাসবাদ।' সন্ত্রাসবাদ বা যুদ্ধ উপর মহলে যতটা প্রভাব ফেলে নিচু তলায় তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক হয়ে ওঠে যেখানে থাকে অর্থনৈতিক সংকটও। কবির চোখও এড়িয়ে যায় নি সেই সংকট—

কী আবার হবে গা,
মাগ্‌গী হবে...

শুধু বৃহত্তর সংকট নয়, ব্রত চক্রবর্তীর দৃষ্টি-ক্যানভাসে প্রশ্ন পায় আরও ছোটোখাটো অথচ সুতীব্র সংকট। বেশ কয়েক বছর আগে কবি 'হাঙরের দিন করাতের রাত' নামে রোজনামচাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন যেখানে অনুভূতিগুলি চকিতে আবির্ভূত হয়ে কবিকে তাড়িত করে। তার চেয়েও বেশি ভাবায় পাঠকদের। বুশ-লাদেনের যুদ্ধ নিয়ে সাধারণ মানুষের কোনো 'মাথা ব্যথা' কোনোদিনই থাকে না। জীবিকা অর্জনের জন্য যাকে নিয়ত ভাবতে হয় তার কাছে এ সমস্ত ভাবনা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু না। একই সঙ্গে তার কবিতায় মূল্য পায় বইমেলায় গতবার আসা এ বছর না আসা পুরোনো বন্ধুর কথা। তত্ত্বকথায় মেতে না উঠে খুব গভীর মননে নাস্তিকতা আস্তিকতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্রত মন্দিরের বিগ্রহকে বলতে পারেন,

'টুকুস বাইরে আসুন, কিছু কথাবার্তা হোক'

Scanned with OKEN Scanner